দৈনিক সংবাদ

তারিখ NOV 12 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষক আখতার হামিদ খান স্মরণে

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম

আমরা ১৯৫৫-৫৭ শিক্ষাবর্ষে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আইএ ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। জীবনের ঐ দুটি বছর আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল ও কর্মপ্রেরণার উৎস। ছাত্রজীবনে ছিল সকলেরই একটি পরিচয়— কে কোন্ বর্ষের ছাত্র, অন্য কিছু নয়। সামাজিক ভেদ-বৈষম্য, কর্তৃপক্ষীয় দাপট বা অন্যায়-অবিচার শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারত না। সকলেই একাট্টা-সম্মিলিতভাবে জ্ঞান অন্বেষণে ব্রত ও গণতান্ত্রিক অনুশীলনে নিয়োজিত। এই পরিবেশটি আমরা পেয়েছিলাম নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের বদান্যতায়। অভিভাবকরা ছিলেন আশ্বস্ত। কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান।

মনে পড়ে আমাদের সতীর্থ প্রয়াত মেধাবী ছাত্র ও সংগঠক আলী ইমামের কথা। কলেজ ইউনিয়নের এক বাজেট অধিবেশনে তিনি বেশ হই চই করেছিলেন যা ঐ বয়সে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান সেভাবেই বিষয়টি নিয়ে সভা পরিচালনা করেছিলেন। এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সকলেই ফিরে পেল সম্বিত ও সমস্বরে জানালো সমর্থন। কোন রাজনীতিবিদ বা প্রশাসক শিক্ষা পরিবেশ বিঘ্ন করে কলেজ অঙ্গনে নাক গলাবেন- এমনটি হওয়ার উপায় ছিল না। তিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন- অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিতেন না। দুটি ছাত্র সংগঠন ডিএসএফ ও সিএসএল স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত ক্লাসের শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে। কস্মিনকালেও বাইরের কারোর নির্দেশনায় নয়।

এটাই ছিল শিক্ষাঙ্গনের পরিশীলিত সংস্কৃতি যা মানুষকে মানবিক গুণাবলিতে সমুন্নত করে। আমাদের সৌভাগ্য আমরা সেই পরিবেশ পেয়েছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য না ব্যর্থতা জানি না- সেই সুস্থ ও সুষ্ঠু পরিবেশ কিঞ্চিৎমাত্র উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম না। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে প্রশ্ন জাগে, আমাদের সন্তান-সন্ততিদের কাছে কি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রেখে যাচ্ছি। সংবেদনশীল সতীর্থরা তাই উদ্বিগ্ন। উন্নত বিশ্বে বসবাসরতরাও বাদ পড়েন না।

সকলেরই জানা অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। কোন আরাম-আয়েশ, পদ বা খেতাবের মোহ তার ছিল না। কাজ করেছেন প্রাণের টানে- পুরস্কারের জন্য নয়। দেখা যাক অন্নদাশঙ্কর রায় তার সম্বন্ধে কি ভেবেছেন। 'যৌবন সায়াহ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল দু'বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় শারদীয়া ১৪০৪ সনে। সেখানে ইংরেজি ১৯৪৩ সালের ঘটনা বিধৃত। অন্নদাশঙ্কর রায় তখন কৃষ্ণনগরে জেলা জজ। তিনি ওই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন "কিছুদিন পর আমাকে কলকাতা যেতে হল একটা কাজে। রাস্তার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় ট্রাম থেকে নামলেন দুই মূর্তি খাকসার। তাদের একজন আমার পুরাতন সহকর্মী আখতার হামিদ খান, আইসিএস। আখতার নিজ থেকে বললেন, 'এইমাত্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরছি। চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি কৈফিয়ত চাইলেন কেন আমি চালের অবাধগতি আটক করেছি। আমি বললুম আমি আমার মহকুমার লোকজনদের আকাল থেকে বাঁচিয়েছি। তিনি আমার উপর রাগ করলেন। আমি বললুম এই নিন ইস্তফা। আমি তার কথা শুনে একদম হতবাক। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকেও ইস্তফা দিতে হবে জজ।' আমি বললুম, 'আমি তো জজ। এসব ব্যাপারে আমার তো কিছু করবার নেই।' তিনি বললেন, 'আপনি তো মানুষ। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন? মানুষকে বাঁচানো আপনারও দায়িত্ব।'

চালের অবাধগতি না আটকালে দালালরা বেশি দাম দিয়ে চাল নিয়ে যাবে জেলার বাইরে, কলকাতায় বা অন্য কোন বড় শহরে, যেখানে বেশি দাম দিয়ে চাল কেনার লোক আছে। গ্রামের লোক ন্যায্যমূল্যে চাল কিনতে পারবে না। তারা না খেয়ে মারা যাবে কিংবা শহরে গিয়ে ভিড় করবে। সেখানে তাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে বা পথেঘাটে মরতে হবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আখতার সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। পরে আমাকে আলিগড় থেকে লেখেন যে, তিনি বেকার যুবকদের তালা তৈরি করতে শেখাচ্ছেন।"

পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে তার নাম উচ্চারিত। স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা তাকে কিভাবে দেখছেন।

এক্ষণে অগ্রজ প্রয়াত জহিরুল ইসলামের নাম এসে যায়। ১৯৮০ দশকের প্রথমার্ধে তিনি, মোবারক হোসেন খান, গিয়াস কামাল চৌধুরী, আতিকুর রহমান ও আমিসহ আরো কয়েকজন মিলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংগঠন করার যৌথ উদ্যোগ নিয়েছিলাম। অনেক আশা-ভরসা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্স। কি এই সমিতির উদ্দেশ্য তা আমার কথায় না বলে, ২য় প্রীতি সম্মেলনে প্রকাশিত স্মরণিকা 'সরসী তীরে'-এর মুখবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই।

"আমাদের পূর্বসূরিরা যে ঐতিহ্যের স্রষ্টা, যে ঐতিহ্যকে তারা লালন করে গেছেন, যে ঐতিহ্যকে আমাদের নাগাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, সেই ঐতিহ্যের মর্যাদা সমুন্নত রেখে উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছে। আর সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই আমরা গড়েছি 'ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্স'।

শিক্ষাঙ্গনে আজকের বিদ্যমান অস্থিরতা, সমাজজীবনে মূল্যবোধে দ্রুত অবক্ষয় এবং কর্মক্ষেত্রে অনীহা এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের সময়কার কলেজ জীবনের সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা শংকিত হই।

আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী অংশ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সাধারণ মানুষের স্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অহেতুক প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক ভুলানো চমক সৃষ্টির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আছে। নৈতিকতা ও সততার পক্ষে জোর ওকালতি করে এরা অসৎ জীবনের আশ্রয় নেয়।"

অস্বীকার করার উপায় আছে কি শতাব্দীর শেষে উল্লিখিত বক্তব্য আজও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য? 'সার্বিক অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা' করতে ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্সরা গত দেড় দশকে কতটুকু অবদান রেখেছেন বা ভবিষ্যতে রাখতে পারবেন তাই বিবেচ্য। সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্নে আশা ছিল অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানকে বাংলাদেশে আমরা ফিরিয়ে আনব। তার কল্যাণে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শিক্ষা, সমবায় ও পল্লী উন্নয়নে যে সাবলীল গতিধারা বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল তা আবারো পুনরুজ্জীবিত হবে। তা হলো না। গণমাধ্যমে জেনেছি তিনি পাকিস্তানের মহানগরী করাচিতে বস্তিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়নের মডেল বাস্তবে স্থাপন করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী তা সমাদৃত হয়েছিল।

তার সাহচর্য আমরা আর পাব না। রেখে গেছেন সততা, ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম ও মানবিক মূল্যবোধের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমরা তা অনুসরণ করতে পারব কি? আশা রাখি। আমাদের প্রিয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আখতার হামিদ খানের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।